একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা - হরিদ্বার-মুসৌরি : ক্লাস ৮

(সিডি ১৫/এনডিডবি)

আমরা সপরিবারে বহুবার ভ্রমণে গেছি। তবু যতবারই বাবা বেড়াতে যাবার কথা বলেন ততবারই নতুন করে, নতুন উদ্যমে তোড়জোড় করি। আমাদের স্কুলের ছুটি পড়ার আগে থেকেই বাবা ট্রেনের টিকিট কেটে, অগ্রিম হোটেল বুক করে সব ব্যবস্থা করে রাখেন।

গত শীতের ছুটিতে আমরা হরিদ্বার-দেরাদুন-মুসৌরি যাওয়া ঠিক করে মালপত্তর গুছিয়ে, হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে সোজা হরিদ্বার পৌঁছলাম। পথে ট্রেনের দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে গেলাম। দুধারে জমিতে শস্য হয়ে রয়েছে। খোলা মাঠে গরু চড়ে বেড়াচ্ছে। রাতে ট্রেনে খাওয়া সেরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকাল আটটায় হরিদ্বারে পৌঁছলাম। হরিদ্বারে ঢোকার মুখে খুব বড় একটা শিবমূর্তি আছে।

আমাদের হোটেল ঠিক করা ছিল তাই সোজা গিয়ে উঠলাম হোটেল অলকা, গঙ্গার পাড়েই। গঙ্গা এখানে রীতিমতো স্রোতস্বিনী, বেগবতী। তিনতলার একটা ঘরে বাবা, মা, ভাই আর আমি রইলাম। হাত মুখ ধুয়ে জামা পাল্টে কিছু খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। সকাল থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল আমাদের বেড়ানো। প্রথমেই গেলাম হর-কি-পৌরি। হরিদ্বারের সব থেকে পবিত্র স্থান। এখানে রয়েছে গঙ্গা মায়ের মন্দির। রোজ সন্ধ্যেবেলা এখানে গঙ্গামায়ের আরতি হয়। লোকেরা সবাই গঙ্গার আশেপাশে বসে তা দেখে। আরতি শেষে গঙ্গায় প্রদীপ ভাসাতে হয়। আমরাও সবাই মিলে তাই ভাসালাম। দেশ দেশান্তরের পুণ্যার্থীরা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে ডুব দিয়ে স্নান করে।

পরদিন সকালে মনসা মন্দিরে গেলাম। মনসা-পাহাড় বেশ খাড়াই। রোপ-ওয়ে করে ওপরে উঠলাম। পুজো দিলাম। আবার ঘন্টা দুয়েক পরে নেমে এলাম। এবার গেলাম চন্ডী পাহাড়ে নীলধারা দেখতে। হরিদ্বার থেকে একটু দূরে কন্‌খলেও গিয়েছিলাম। পরদিন গেলাম হৃষিকেশ, লছ্‌মন্‌ ঝোলা। এই ঝোলা-ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে নীচে গঙ্গা দেখলাম আর সবাই মিলে ছবি তুললাম। সারাদিন ওখানে ঘুরে রাতে আবার হরিদ্বারের হোটেলে ফিরে এলাম।

এবার দেরাদুন-মুসৌরি যাবার পালা। একটি গাড়ি ভাড়া নিয়ে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে পৌঁছলাম ছোট্ট পাহাড়ি শহর মুসৌরিতে। শহর ছোট হলেও আভিজাত্য আছে। সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী আছে। খুব ঠান্ডা ছিল ওখানে। প্রচন্ড হাওয়া বইছিল। শীতের জামা কাপড় আমাদের সঙ্গেই ছিল তাই অসুবিধে হয়নি। সারাদিন খুব ঘুরলাম। দুপুরবেলা ওখান থেকে বেরিয়ে দেরাদুন গেলাম। ওখানে সাঁইবাবার মন্দিরে গিয়ে অনেকক্ষণ ছিলাম। বেশ মজা করে দিনটা কেটে গেল। রাতে হরিদ্বারে ফিরে এলাম।

আরো দুদিন হরিদ্বারে থেকে আমরা বেশ কয়েকটি জায়গা দেখলাম। অজানা পরিবেশ, নানারকমের ফুল আমাদের মুগ্ধ করল। আমাদের দেশের কত বৈচিত্র্য আর প্রাকৃতিক দৃশ্য যে কত সুন্দর এখানে এসে তা বুঝতে পারলাম। দৈনন্দিন জীবনের একঘেঁয়েমি থেকে মনটা তৃপ্তিতে ভরে গেল।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪